TARAPADA DEY EDUCATIONAL INSTITUTION

SISHU PATRA

ASSISTANT PROFESSOR

Subject-Bengali

শিক্ষায় ভাষার কেন্দ্রীয়তা

(উপস্থাপনা)

ভূমিকা

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সবথেকে বড় সংযোগ হল ভাষা। সেই ভাষার সবকিছুই যে মুখ দিয়ে উচ্চারিত ধ্বনি ভিত্তিক তা নয়। বিভিন্ন সংকেত লিখিত লিপি, চিত্র, নকশা এমনকি শারীরিক ভাষা ও হতে পারে। শ্রেণিকক্ষে অথবা শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভাব বিনিময়, শিক্ষার্থীদের পারস্পারিক ভাব আদান-প্রদান, বিদ্যালয়ের বাইরে বাড়িতে পড়াশোনার সমস্ত কাজ এবং এরকম সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ভাষা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং বিপরীতক্রমে বলা যায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যে কোনো এক পক্ষের ভাষার দুর্বলতা সামগ্রিকভাবে শিক্ষার বিপুল ক্ষতি সাধন করে। ভাষা হলো শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একজন শিক্ষার্থী ভাষার পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

সুতরাং ভাষা জ্ঞান এর উন্নতির মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতি সম্ভব।

শিক্ষায় ভাষার গুরুত্ব

শিক্ষার ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহার গুরুত্ব গুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

- শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা এবং পরামর্শের জন্য ভাষা গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পর্কের প্রশংসনীয় এবং মধুর করার জন্য ভাষা গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী জ্ঞান যাচাই করার জন্য ভাষা গুরুত্বপূর্ণ।
- ক্লাসের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভাষা গুরুত্বপূর্ণ।
- পাঠক্রমের নকশা ও উন্নয়ন ও পরিবর্তন করার জন্য ভাষা গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষার্থীদের সহজাত শক্তি বিকাশের জন্য ভাষা গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ভাষা

ভাষার দুটি প্রধান রূপ এর মধ্যে একটি হলো বাচনিক ভাষা ও অপরটি হলো লিখিত ভাষা। শিক্ষার জন্য মৌলিক ভাষার পাশাপাশি ভাষায় লিখিত রূপ ও যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে।স্বাভাবিক ভাবেই লেখা এবং পড়া শিক্ষার দুটি প্রধান স্তম্ভ বা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিক ইলেকট্রনিক মাধ্যমের যুগেও আমাদের গুরুত্ব কিছু কমেনি। মুদ্রিত ভাষা বা লিখিত ভাষা দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষণযোগ্য হওয়ার অনুপস্থিত শিক্ষকের স্থান পূরণ করে থাকে। কিন্তু ভাষা এবং বাচনিক ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ হলেও লিখিত ভাষার ব্যবহার ও কার্যকারিতা জন্মসহজাত নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে লেখা ও পড়া কতটা কেন্দ্রীয় বিষয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় শিখন অক্ষমতা নামক বিশেষ অবস্থার পরিপেক্ষিতে। শিখন অক্ষমতার প্রধান দুটি প্রকারভেদের মধ্যে একটি হল পঠন অক্ষমতা অন্যটি হলো লিখন অক্ষমতা। এই দুটি অক্ষমতার ফলেই স্বাভাবিক বা তার বেশি বুদ্ধি থাকার শর্তেও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষা বাধা পায়।

সুতরাং লেখা ও পড়ার মাধ্যমে ভাষার বিকাশ শিক্ষার একটি মুখ্য উপাদান।

ভাষা এবং শিক্ষার সম্পর্ক

ভাষা এবং শিক্ষা পরস্পর নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। একজন শিক্ষার্থী ভাষা শেখার পরই শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। আবার ধীরে ধীরে শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে ভাষা সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করেন। ভাষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর তার পাঠক্রম, বিদ্যালয়, সহপাঠী অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সুসম্পর্কের আবদ্ধ হয় ভাষার মাধ্যমে। ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ধীরে ধীরে জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। আবার শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে। গল্প ,নাটক ,প্রবন্ধ, কবিতা, নোবেল, ছোটগল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং এইগুলি পড়ার ক্ষেত্রে বা লেখার ক্ষেত্রে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করতে হবে সেটি জানতে সক্ষম হয়।

সুতরাং বলা যায় যে ভাষা এবং শিক্ষা পরস্পর গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হন এবং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষায় ভাষার কাজ

শিক্ষায় ভাষার কাজ গুলি হল-

- একজন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হল ভাষা।
- ভাষা চিন্তার বাহন। ভাষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে বাস্তব জগৎ থেকে সরে এসে কল্পনার জগতে আশ্রয় নিতে পারে। নতুন সৃষ্টি হল কল্পনার ফসল।
- ভাষা সৃজনশীলতায় শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে।
- ভাষা শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে এবং জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করে।
- ভাষার মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞান ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনুধাবন করতে পারি।
- মানুষের চিন্তা-চেতনা, মনের ভাব আবেগ এ সমস্ত কিছুর প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা।

উপসংহার

কোন একটি বিশেষ বিদ্যার বই পড়ার সময় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের ভাষা বোধ ও উক্ত বিদ্যার নিজস্ব ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান সম্মিলিতভাবে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ কৌতুহল ও অনুসন্ধান জাগ্রত করে। দুর্বল ভাষা এই কাজ করতে অক্ষম, অতএব সামগ্রিক বিচার ভাষা শিক্ষার প্রধান মেরুদন্ড স্বরূপ এবং অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি, বর্তমানে মাতৃভাষা শিক্ষা শৈশবকাল থেকেই অবহেলিত। এমনকি সমাজের একশ্রেণীর মানুষের ধারণা মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগ দিলে ইংরেজি শিক্ষাবাধা প্রাপ্ত হবে। তার ফলে ভাষার সৌন্দর্যবোধের যথার্থ বিকাশ ঘটে না। শুদ্ধ ব্যাকরণ সম্মত গঠন এবং লিখন বর্ণনাটি যথাযথ হলেই ভাষা শিক্ষার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যেহেতু শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম এবং ভাষা কতকগুলি চিহ্ন বা প্রতীক এর সমষ্টি যার নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, নিজস্ব রচনাশৈলী রয়েছেন এবং ভাষার উদ্ভব হয় সমান থেকে সেহেতু মানুষ কে যথাযথভাবে ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করতে সমাজের সঙ্গে থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সম্পন্ন করতে হয় ।

গ্রন্থপুঞ্জি

- চক্রবর্তী, ড. প্রণব কুমার, বিদ্যা ও পাঠ্যবিষয়ের সংবেদ, কোলকাতা-৭০০০০৯, রীতা পাবলিকেশন।
- সেনগুপ্ত, ড. মধুবালা মিত্র, চন্দ্রিমা, ড. পিন্টু কুমার, বিষয়ক্ষেত্র ও বিষয় বোধ, কোলকাতা-৭০০০০৯, রীতা পাবলিকেশন।
- মুখোপাধ্যায় ড. দুলাল, কবিরাজ, ড. উদায় শংকর, বিষয়বস্তুর ধারণা ও সম্পর্ক, কোলকাতা-৭০০০০৯ আহেলি পাবলিশার্স।

ধন্যবাদ